

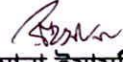


ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখ: ২৪ পৌষ, ১৪২৪
 ০৭ জানুয়ারি, ২০১৮

প্রজ্ঞাপন নং-০১/২০১৮

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন-২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন) এর ৪০ নং ধারার (১) নং উপ-ধারা এবং উপ-ধারা (২)(খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (কর্মচারী) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করেছেন, যা বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবিধানমালা কর্পোরেশনের সকলের অবগতির জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এতৎসঙ্গে প্রজ্ঞাপিত হলো।


(রুখসানা ইয়াসমিন)
 সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ :

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৭

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন-২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন) এর ৪০ নং ধারার (১) নং উপ-ধারা এবং উপ-ধারা (২)(খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন :

- (১) এই প্রবিধানমালা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (কর্মচারী) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও শর্তাবলি, অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১২ নং আইন) ও আইসিবি কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত অনুরূপ অর্থ বহন করিবে।
- (৩) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতা :

- (১) অগ্রিম গ্রহীতা কর্মচারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হইতে হইবে।
- (২) কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত কর্মচারী যাহারা ন্যূনতম ০৩ (তিন) বৎসর চলমান (Continuous) ও স্থায়ী চাকরি সম্পন্ন করিয়াছেন তাহারা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

(১৮১৪৯)

মূল্য : টাকা ১২.০০

- (৩) স্বামী/স্ত্রী উভয়েই কর্পোরেশনে কর্মরত থাকিলে একই জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের বিপরীতে উভয়কে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে পৃথক জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের বিপরীতে উভয়কে পৃথকভাবে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
- (৪) কোন কর্মচারী জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরিবাড়ি ক্রয় করিবার পর বসবাসের সুবিধার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার প্রাপ্য সিলিং এর অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) দ্বারা অন্য একটি জমি/প্লট/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরিবাড়ি ক্রয় করিতে পারিবেন। তবে এই অগ্রিম প্রবিধানমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেইসকল কর্মচারী পূর্বে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করেন নাই তাহাদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিবার পর সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেটে বিতরণযোগ্য অবশিষ্ট অর্থ থাকা সাপেক্ষে যেই সকল কর্মচারী পূর্বে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।
- (৫) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের অর্থে জমি ক্রয় কিংবা আংশিক বাড়ি নির্মাণ করিয়া এবং কর্পোরেশনের অনুকূলে বন্ধক সৃষ্টি করিবার পর কোন কর্মচারী বিশেষ কোন কারণে সেইখানে বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে না পারিলে এবং উক্ত জমির পরিবর্তে অন্য কোন জমিতে নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে তাহা করা যাইবে। এইক্ষেত্রে পুনঃবন্ধকের যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে। এইরূপ সুযোগ কোন অবস্থাতেই চাকরিকালীন একবারের অধিক প্রদান করা যাইবে না।
- (৬) কর্পোরেশনের চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/শ্রেণিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন না।
- (৭) প্রবিধান ২(২) এর শর্ত পরিপালনক্রমে কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী অন্যত্র লিয়েন/শ্রেণিতে নিয়োজিত থাকিলে তিনি অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন।
- (৮) কর্মচারীকে নিজস্ব/স্বামীর/স্ত্রীর মালিকানাধীন জমির উপর বাড়ি নির্মাণের জন্য কিংবা বাড়ি সংস্কার, সম্প্রসারণ, মেরামত বা পুনঃনির্মাণের জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে।
- (৯) নিজস্ব জমির উপর অন্য কোন উৎস হইতে সংগৃহীত ঋণের মাধ্যমে নিজের নামে অথবা স্ত্রী/স্বামীর নামে ইতিমধ্যেই বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয় করা হইয়া থাকিলে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য বিধি মোতাবেক অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
- (১০) কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে **টেক-হোম-পে** হইবে **গ্রস পে** এর **ন্যূনতম ২৫%**। **“টেক-হোম-পে”** বলিতে কর্মচারীর **গ্রস পে** হইতে ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদত্ত নিজস্ব চাঁদা, সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ডের চাঁদা এবং কর্পোরেশন হইতে গৃহীত অন্যান্য অগ্রিমের বিপরীতে নির্ধারিত কিস্তি কর্তনের পর প্রকৃত উত্তোলনযোগ্য নীট বেতনকে বুঝাইবে।

৩। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং:

কর্পোরেশনের কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং নিম্নরূপ হইবে (যাহা সময়ে সময়ে পরিচালনা বোর্ড হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে):

ক্রমিক নং			পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলিং (লক্ষ টাকায়)		
	গ্রেড	কর্মচারীদের বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫)	মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকা।	জেলা সদরের পৌরএলাকা/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা।	উপজেলার পৌরসভা এলাকা/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা।
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	১, ২, ৩, ৪ ও ৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- টাকা ও তদূর্ধ্ব স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৯০.০০	৮০.০০	৭০.০০
০২।	৬, ৭, ৮ ও ৯	২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- এর নিম্নের স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৮৫.০০	৭৫.০০	৬৬.০০
০৩।	১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৭০.০০	৬২.০০	৫৫.০০
০৪।	১১	১২,৫০০-৩০,২৩০/- টাকা স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৬২.০০	৫৫.০০	৪৮.০০
০৫।	১২ ও ১৩	১১,৩০০-২৭,৩০০/- টাকা ও ১১,০০০-২৬,৫৯০/-টাকা স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৫৫.০০	৫০.০০	৪৫.০০
০৬।	১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭	১০,২০০-২৪,৬৮০/- টাকা ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- টাকা ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টাকা ও ৯,০০০-২১,৮০০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০
০৭।	১৮, ১৯, ও ২০	৮,৮০০-২১,৩১০/- টাকা ৮,৫০০-২০,৫৭০/- টাকা ও ৮,২৫০-২০,০১০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ।	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০

৪। সুদের হার :

অগ্রিম বিতরণের তারিখ হইতে ব্যাংক রেট (Bank Rate) অনুযায়ী সুদ ধার্য হইবে।

৫। অগ্রিম প্রদান/বিতরণ :

- (১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য **জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ০১ নং গ্রেড হইতে ১০নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের** ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকার ক্ষেত্রে প্রাপ্য সিলিং এর **৬০%**, জেলা সদরের পৌর এলাকা/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় প্রাপ্যতার **৫০%** এবং উপজেলার পৌরসভা এলাকা/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় **৪০%** অথবা প্রকৃত মূল্য, যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ ১ম কিস্তিতে বিতরণ করা যাইবে। তবে **জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ১১নং গ্রেড হইতে ২০নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের** জন্য সর্বক্ষেত্রে জমি ক্রয়ের নিমিত্ত সর্বোচ্চ ৬০% অগ্রিম বিতরণ করা যাইবে।
- (২) জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ বিতরণ করিবার পর অবশিষ্ট অর্থ ৩টি সমান কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হইবে। তবে কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করিয়া **কিস্তির অর্থের পরিমাণ** হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- (৩) বাড়ি/ফ্ল্যাটের সংস্কার/নবসজ্জার জন্য প্রাপ্য সিলিং এর আওতায় ফ্ল্যাটের ক্রয়মূল্য/বাড়ির নির্মাণ মূল্যের সর্বোচ্চ ২৫% এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে যাহা কম হইবে, তাহা অগ্রিম সুবিধা হিসাবে প্রদানযোগ্য হইবে। অগ্রিম গ্রহীতার নির্মাণাধীন/তৈরিবাড়ি/ফ্ল্যাটে ইতিপূর্বে বিতরণকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম যথাযথভাবে ব্যয় করা হইয়াছে এবং অগ্রিম গ্রহীতার আবেদন অনুযায়ী অগ্রিমের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এই মর্মে অডিট ডিপার্টমেন্ট ও প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যৌথ পরিদর্শনান্তে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্ধিত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিতরণযোগ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে বর্ধিত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ০১ (এক) হইতে ০৩ (তিন) কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হইবে।
- (৪) ফ্ল্যাট কিংবা তৈরিবাড়ি ক্রয় করিবার জন্য বায়নাপত্র সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক এবং বায়নাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীনিজে বহন করিবেন।
- (৫) কোন নগর কিংবা কোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ডেভেলপার/সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে তৈরিকৃত ফ্ল্যাট/বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ত্রিপক্ষীয় (প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, অডিট ডিপার্টমেন্ট এবং ডকুমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট) পরিদর্শন দলের সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে এককালীন অগ্রিম বিতরণ করা যাইবে।
- (৬) অন্য কোন উৎস হইতে সংগৃহীত ঋণের মাধ্যমে নিজের অথবা স্বামী/স্ত্রীর নামে ইতিমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাড়ি/ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হইয়া থাকিলে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করা সাপেক্ষে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য কেবলমাত্র ঋণ অংক কিংবা প্রাপ্য সিলিং, এই দুইটির মধ্যে যাহা কম হইবে, তাহা মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে অগ্রিম ০১ (এক) কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ইতিপূর্বে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার/তাহাদের অবশ্যই ঋণ প্রদানের যোগ্যতা ও স্বচ্ছলতা থাকিতে হইবে।

- (৭) বর্তমান বাড়ির সংস্কার/সম্প্রসারণ, মেরামত বা পুনঃনির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় কিংবা প্রাপ্য সিলিং, এই দুইটির মধ্যে যাহা কম হইবে, তাহা সমান ০২ (দুই) কিস্তিতে বিতরণযোগ্য।
- (৮) সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার পর পরবর্তী কিস্তিসমূহ বিতরণ করা হইবে।
- (৯) নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমিতে বাড়ি নির্মাণ কিংবা পূর্বে নির্মিত বাড়ির সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য অগ্রিম গ্রহীতাগণকে প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে জমি ও বাড়ি কর্পোরেশনের অনুকূলে বিধি মোতাবেক রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে।
- (১০) অগ্রিম আবেদনকারীদের মধ্য হইতে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অগ্রিম মঞ্জুর ও বিতরণ করা হইবে।
- (১১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট হইতে জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ০১নং গ্রেড হইতে ১০নং গ্রেডভুক্ত এবং ১১নং গ্রেড হইতে ২০নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৬০ : ৪০ অনুপাতে অগ্রিম মঞ্জুর ও বিতরণ করা হইবে। তবে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি না করিয়া সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।
- (১২) নির্মাণাধীন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন)টি সমান কিস্তিতে অগ্রিম বিতরণ করা যাইবে। এইক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অর্থের শেষ কিস্তি বিতরণের ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের অনুকূলে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাটটি রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে। নিজস্ব জমিতে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ০৪ (চার)টি সমান কিস্তিতে অগ্রিম বিতরণ করা হইবে।
- (১৩) অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক সিলিং অপেক্ষা অধিক মূল্যে ফ্ল্যাট/তৈরিবাড়ি ক্রয় করিয়া থাকিলে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ পুনর্ভরণের নিমিত্ত বর্ধিত সিলিং এর আওতায় প্রাপ্য অগ্রিম এক কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হইবে।

(১৪) গুপভিত্তিক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি :

মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা এবং সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুপভিত্তিক জমি ক্রয়/জমি ক্রয়পূর্বক ফ্ল্যাট নির্মাণ/নির্মিতবাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, তবে—

- (১) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ০২ (দুই) হইতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;
- (২) অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীর সমন্বয়ে গুপ গঠন করিতে হইবে;
- (৩) মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজউক অধীনস্থ এলাকা, সাভার পৌর এলাকা এবং সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুপভিত্তিক জমি ক্রয়/জমি ক্রয়পূর্বক ফ্ল্যাট নির্মাণ/নির্মিতবাড়ি ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;
- (৪) গুপভুক্ত কর্মচারীগণের মধ্যে সিলিং এর প্রাপ্যতা অনুযায়ী অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

- (৫) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর বণ্টনের বিষয়ে রেজিস্টার্ড বন্টননামা চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;
- (৬) একাধিক গ্রুপ অগ্রিমের জন্য আবেদন করিলে বাজেটে অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;
- (৭) গ্রুপের সদস্যগণ অগ্রিম গ্রহণপূর্বক সম্মিলিতভাবে গ্রুপের (সকল সদস্যের নাম উল্লেখপূর্বক) নামে জমি ক্রয় করিয়া কর্পোরেশনের নিকট বন্ধক প্রদান করিতে হইবে;
- (৮) অগ্রিম বিতরণ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বাড়ি/ফ্ল্যাটের নকশা, রাজউক/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;
- (৯) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্বিশেষে ন্যূনতম জমির পরিমাণ ২.৫০ (আড়াই) কাঠা হইতে হইবে;
- (১০) গ্রুপের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকিলে ঐ সদস্যকে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না;
- (১১) নির্মাণ কাজ চলাকালীন গ্রুপের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ/চাকরিচ্যুত/চাকরি হইতে অব্যাহতি গ্রহণ/প্রাপ্য হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য বা সদস্যের পরিবার (মৃত সদস্যের ক্ষেত্রে) ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার অংশ গ্রুপের অন্য কোন সদস্যকে অগ্রিমের দায়সহ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা অগ্রিমের দায়সহ প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে অগ্রিমের দায়সহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হইলে অথবা গ্রুপের অন্য কোন সদস্য দায়সহ উক্ত অংশ গ্রহণ না করিলে, অগ্রিম গ্রহীতার পরিবার গ্রুপে থাকিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নিজস্ব উৎস হইতে বহন করিতে হইবে;
- (১২) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা যে কোন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হইলে তাহা মীমাংসার বিষয়ে কর্পোরেশনের কোন দায় থাকিবে না;
- (১৩) ইহাছাড়া গ্রুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালার অন্যান্য প্রবিধান/উপ-প্রবিধানসমূহ যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

৬। পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা সিলিং বৃদ্ধির কারণে অগ্রিম মঞ্জুরি :

- (১) কোন কর্মচারী পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং বৃদ্ধির কারণে যতবার গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন ততবারই তাহাকে/তাহাদেরকে বর্ধিত প্রাপ্য অগ্রিমের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাইবে, যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকিলে বা নির্মিত/নির্মাণাধীন/গৃহের নবসজ্জা/সম্প্রসারণ ও বাসোপযোগী করিবার জন্য এই বর্ধিত অগ্রিমের প্রয়োজন হয়।
- (২) পূর্বকার অগ্রিম পরিশোধে খেলাপি কর্মচারীকে এইরূপ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।

৭। অগ্রিমের নিরাপত্তা :

- (১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করিবার জন্য প্রথম কিস্তিতে ব্যয়নযোগ্য অর্থ বা তৈরিবাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য প্রথম কিস্তিতে ব্যয়নযোগ্য অর্থ বিতরণের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন নিশ্চয়তা হিসাবে অগ্রিম গ্রহীতার নিকট হইতে অঞ্জীকারনামা গ্রহণ করা ছাড়াও অগ্রিম গ্রহীতার পদমর্যাদার নীচে নহে এইরূপ একজন কর্মচারীর নিকট হইতে নির্ধারিত ফর্মে উপযুক্ত স্ট্যাম্পের উপর অন্তর্বর্তী অঞ্জীকার গ্রহণ করিতে হইবে। ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট কর্পোরেশনের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অন্তর্বর্তী অঞ্জীকারনামা বহাল থাকিবে।
- (২) জমি/তৈরিবাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অগ্রিম গ্রহীতাকে উহা কর্পোরেশনের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল দলিল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিসচার্জডকৃত এস.আর.ও (মূল দলিল প্রাপ্তির রশিদ)এর মূল কপি ও মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি কর্পোরেশনে জমা রাখিতে হইবে।
- (৩) নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য অগ্রিম গ্রহণ করিতে চাহিলে কিংবা বিদ্যমান বাড়ির সংস্কার সাধন, পুনঃনির্মাণ, নবসজ্জাকরণ কিংবা সম্প্রসারণের জন্য অগ্রিম গ্রহণ করিতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে প্রথম কিস্তি গ্রহণের পূর্বে জমি ও বাড়ি কর্পোরেশনের অনুকূলে রেজিস্টার্ড বন্ধক ও পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদনসহ উক্ত জমি ও বাড়ির মূল দলিল কর্পোরেশনের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে।
- (৪) প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে অগ্রিম গ্রহীতা কর্মচারিকে নিম্নলিখিত আইনগত দলিলাদি সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করিতে হইবেঃ
 - (ক) জমি/তৈরিবাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রেঃ
 - (১) অগ্রিম চুক্তিপত্র;
 - (২) ডিম্যান্ড প্রমিসরি নোট;এবং
 - (৩) ইন্টেরিম গ্যারান্টি (অন্তর্বর্তী অঞ্জীকারনামা)।
 - (খ) নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমিতে বাড়ি নির্মাণ, বিদ্যমান বাড়ির সংস্কার, পুনঃনির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং অন্য কোন উৎস হইতে সংগৃহীত ঋণের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বাড়ি নির্মাণ করা হইয়া থাকিলে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেঃ
 - (১) অগ্রিম চুক্তিপত্র;
 - (২) ডিম্যান্ড প্রমিসরি নোট;
 - (৩) রেজিস্টার্ড বন্ধক দলিল;
 - (৪) পাওয়ার অব এটর্নি; এবং
 - (৫) মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব টাইটেল ডীড।

- (৫) উপ-প্রবিধি ৪(খ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে অন্যান্য দলিলাদির সঙ্গে রেজিস্টার্ড বন্ধক দলিল, মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব টাইটেল ডীড এবং পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদন করিতে হইবে।
- (৬) অগ্রিম গ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের শতভাগের উপর রেজিস্টার্ড বন্ধক সৃষ্টি করিতে হইবে।
- (৭) সুদ এবং অন্যান্য পাওনাসহ প্রদত্ত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর/অবমুক্ত করা যাইবে না।
- (৮) নির্মাণ কাজ অবশ্যই রাজউক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে।
- (৯) সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমির কিংবা ক্রয়তব্য জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট এর মালিকানা স্বত্ব যাচাই করিবার নিমিত্ত অগ্রিম গ্রহীতাকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নে বর্ণিত দলিলাদি প্রদান করিতে হইবেঃ
- (ক) মূল খরিদা স্বত্বের দলিল;
- (খ) বায়া দলিলসমূহ;
- (গ) খরিদা দলিল হস্তান্তর না হইলে রেজিস্ট্রেশন অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সাফ কবলা দলিলের এস.আর.ও রশিদ এবং মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি;
- (ঘ) উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র;
- (ঙ) লীজপ্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেশনের নিকট বন্ধক রাখিবার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র;
- (চ) সি.এস.এস.এ, আর.এসএবং সিটি জরিপসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি;
- (ছ) মিউটেশন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের মূল কপি;
- (জ) পূর্ববর্তী ১২ বছরের জন্য সম্পত্তির দায়মুক্ত সার্টিফিকেট;
- (ঝ) হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের মূল রশিদ;
- (ঞ) রাজউক/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র;
- (ট) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়ি নির্মাণের অনুমোদিত নকশা;
- (ঠ) নিজের অথবা স্বামী/স্ত্রীর নামে ইতিমধ্যে নির্মিত বাড়ির স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণপত্র।
- (১০) সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির স্বত্ব দলিল, অন্যান্য কাগজপত্র কর্পোরেশনের আইন বিভাগ, প্রয়োজনে আইন উপদেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে মালিকানা স্বত্ব নিশ্চিতকরণ এবং উহা কর্পোরেশনের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে এই মর্মে সনদপত্র পাওয়া সাপেক্ষে অগ্রিম আবেদন বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৮। অগ্রিম আদায়ঃ

- (১) প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারির মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা অগ্রিম আদায়ের মাসিক কিস্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারির সমুদয় অগ্রিম ও সুদের বকেয়া প্রাপ্য অবসর সময়ের যাবতীয় আর্থিক সুবিধার সাথে সমন্বিত না হইলে, উক্ত প্রাপ্যতা অনুযায়ী যতটুকু অগ্রিম প্রদান করা সম্ভব ততটুকুই প্রদান করা যাইবে।
- (২) কোন কর্মচারির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রিম আদায়ের বিকল্প হিসেবে বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি ১.০০ (এক) লক্ষ টাকার বিপরীতে মাসিক ৪০০/- (চারশত) টাকা হারে ২৪০ কিস্তিতে কর্তন প্রথাও চালু থাকিবে। তবে অগ্রিম গ্রহীতার অবসর গ্রহণের সময়ে বকেয়ার পরিমাণ প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধার সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে উক্ত কর্তন প্রক্রিয়ায় যতটুকু অগ্রিম প্রদান করা সম্ভব হইবে ততটুকু অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।
- (৩) কোন কর্মচারীইচ্ছা করিলে এই প্রবিধানমালার বিধি বিধান পরিপালনক্রমে নির্ধারিত মাসিক কিস্তি অপেক্ষা অধিক হারে কিস্তি পরিশোধ করিতে পারিবেন অথবা যেকোন সময় সুদসহ যেকোন দেনা একই সাথে পরিশোধ করিতে পারিবেন।
- (৪) অগ্রিম বিতরণের এক বছর পর হইতে মাসিক কিস্তি কর্তন শুরু হইবে। তবে তৈরিবাড়ি/রেডি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ০৬ (ছয়) মাস পর হইতে কিস্তি কর্তন আরম্ভ হইবে।
- (৫) অগ্রিম গ্রহীতা কোন কর্মচারির মাসিক কিস্তি কর্তন তাহার পি.আর.এল পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।
- (৬) কোন কর্মচারীচাকুরি হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে কিংবা পদত্যাগ করিলে কিংবা চাকরিচ্যুত হইলে তাহার ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি বলবৎ রাখা যাইবে না। এইসব ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বিপরীতে তাহার নিকট কর্পোরেশনের পাওনা অথবা কর্পোরেশনের নিকট তাহার কোন পাওনা থাকিলে উহার বিপরীতে সমন্বয় সাধন করা হইবে এবং সমন্বয় সাধনের পরও কর্পোরেশনের অতিরিক্ত পাওনা থাকিলে তাহা এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি সম্পূর্ণ অর্থ এককালীন পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে ঐ দিন হইতে সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অনাদায়ী অগ্রিমের উপর ব্যাংক হার (Bank Rate) এর অতিরিক্ত শতকরা ০৪ (চার) ভাগ হারে সুদসহ নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৭) কোন কর্মচারীচাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পারিবারিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিশেষ বিবেচনায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের উপর আরোপিত সুদ মওকুফের প্রস্তাব কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড বিবেচনা করিতে পারিবে।

- (৮) প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ কিস্তি বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি কিস্তি বিতরণের তারিখ হইতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উহার সদ্যব্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ কর্পোরেশনকে অবহিত করিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণ ব্যতিত কেউ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তোলিত কিস্তির অর্থ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে সদ্যব্যবহার করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ০৩ (তিন)মাসের মধ্যে অর্জিত সুদসহ (ব্যাংক রেট) অগ্রিমের সমুদয় অর্থ কর্পোরেশনকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৯) কোন অগ্রিম গ্রহীতা প্রবিধান ৮(৮) অনুযায়ী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হইলে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরের দিন হইতে ব্যাংক হারের অতিরিক্ত ০৪ (চার) ভাগ হারে সুদ আরোপ করিয়া তাহার বেতন ভাতাদি হইতে আদায় করা হইবে এবং তাহাকে ভবিষ্যতে আর কোন অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।
- (১০) এই প্রবিধানমালার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধান সত্ত্বেও কোন কর্মচারীপ্রবিধান ৮(৫) এর শর্তানুযায়ী অগ্রিম পরিশোধে ব্যর্থ হইলে কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীঅথবা তাহার বৈধ প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নিমিত্ত রক্ষিত জামানতাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারী অ্যাক্ট, ১৯১৩ সহ বিদ্যমান অন্য কোন বিধি বিধানের মাধ্যমে আদায় করিতে পারিবে।
- (১১) (ক) চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যেন মৃত্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে ১৮০ (একশত আশি) টি কিস্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির সমুদয় পাওনা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হয়।
- (খ) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সমন্বয়ের সময় প্রথমে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আসল সমন্বয় করা হইবে। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আসল ও সুদসহ অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) সমন্বয় হইবার পর অগ্রিম গ্রহীতা/অগ্রিম গ্রহীতার উত্তরাধিকারী/নমিনীদেরকে বন্ধকী সম্পত্তি অবমুক্তকরণসহ মূল দলিলাদি/কাগজপত্রাদি ফেরত প্রদান করা হইবে।
- (১২) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণকারী কোন কর্মচারীচাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিবার প্রেক্ষিতে উক্ত সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নিমিত্ত নির্ধারিত ব্যাংক রেট অপেক্ষা ৪% হারে অধিক সুদ প্রদান করিতে হইবে।

৯। সাধারণ নিয়মাবলীঃ

- (১) কর্তৃপক্ষ যে কোন অগ্রিম মঞ্জুরি বাতিল বা অগ্রিম অংক হাস করিতে পারিবে।
- (২) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ি ক্রয়ের জন্য উক্ত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির উপর বিক্রেতা কিংবা নিজ/স্ত্রী/স্বামীর নামীয় জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট এর ক্ষেত্রে তাহাদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা না হইলে এইসব ক্ষেত্রে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

- (৩) ভূমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট বাবদ পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, পৌরকর ইত্যাদি হালনাগাদ পরিশোধপূর্বক তাহার মূল রশিদ কর্পোরেশনের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে। উপরিউক্ত খাতসমূহে বকেয়া থাকিলে তাহা কর্মচারির বেতন হইতে কর্তনপূর্বক তাহা পরিশোধ করা হইবে।
- (৪) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীজমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় ও নির্মাণ কাজের যাবতীয় খরচাদির যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার ভাউচার, রশিদ, চালান ইত্যাদি সংরক্ষণ করতঃ কর্পোরেশনের নিকট জমা প্রদান করিবেন।
- (৫) কোনো কর্মচারীকে অগ্রিম প্রদানে বিলম্ব হওয়ার দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কর্পোরেশন দায়ী থাকিবে না।
- (৬) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির মালিকানা ও দখল স্বত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে এবং ইহার দরুন অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য কর্পোরেশন দায়ী থাকিবে না।
- (৭) গৃহনির্মাণ অগ্রিমের মঞ্জুরিপত্রের মেয়াদ মঞ্জুরের তারিখ হইতে ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- (৮) যে সকল কর্মচারীবর্তমানে পেনশন ভোগ করিতেছেন/চাকুরিচ্যুত হইয়াছেন/চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন কিংবা মৃত্যুবরণসহ অন্য যে কোনো কারণে চাকুরিরত নাই তাহাদের অগ্রিমের মাসিক কিস্তি একটানা ১২(বার) মাস অনাদায়ী থাকিলে অগ্রিমের সমুদয় বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত প্রবিধি ৮(৬) অনুযায়ী কর্পোরেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (৯) ইতিপূর্বে যাহারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারাও এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত হইবেন।
- (১০) জমি ক্রয়পূর্বক বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ২য় কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে এবং নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমিতে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে রাজউক/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ির মূল নকশা ও প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণী অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।
- (১১) জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির মালিকানা স্বত্ব, বাজারমূল্য (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা রেট) ইত্যাদি প্রসঙ্গে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন কর্পোরেশনের ডকুমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রণীত হইবে। ইহা ছাড়া পরবর্তী সকল কিস্তির সদ্যব্যহার সম্পর্কে প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সুপারিশকৃত অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট এর সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যয় করা হইবে। শেষ কিস্তি গ্রহণের পূর্বে ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী কিস্তিসমূহের সদ্যব্যহার হইয়াছে কিনা সেই মর্মে প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এবং অডিট ডিপার্টমেন্টের সন্তোষজনক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান সাপেক্ষে শেষ কিস্তির অর্থ বিতরণ করা হইবে।
- (১২) এই প্রবিধানমালার আওতায় সকল ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন কর্মচারীপ্রয়োগ ও কার্যকর করিতে পারিবেন।

১০। পরিচালনা বোর্ডের বিশেষ ক্ষমতাঃ

এই প্রবিধানমালা বা ইহার যে কোনো অংশ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংশোধন করিতে পারিবে। এই প্রবিধানমালার কোনো প্রবিধান, উপ-প্রবিধান কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে সেইক্ষেত্রে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

- (১) এতদ্বারা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধিমালা, ২০১২ রহিত করা হইল।
- (২) উক্ত রহিতকরণ স্বত্বেও এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর উক্ত বিধিমালা [ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধিমালা, ২০১২] এর অধীনে কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইবে।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে

কাজী ছানাউল হক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক।